দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUL ১৯৯৫
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষক সংকটের কারণে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ অচল

মাইনুল হাসান ।। শিক্ষক সংকটের ফলে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার্থীরা ক্লাস হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বছরের পর বছর ধরিয়া এ সংকট চলিতেছে। সুরাহা হইতেছে না বিন্দুমাত্র। একই সঙ্কটের কারণে হাসপাতালে দেখা দিয়াছে দারুণ অচলাবস্থা। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ। রোগীরা ওয়ার্ডে কাতরাইতেছে। কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন, ফার্মাকোলজী, নেফরোলজী, ফিজিক্যাল মেডিসিন,

(১১শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষক সঙ্কটের কারণে

(১ম পৃঃ পর)

গাইনী ও ব্লাড ট্র্যান্সফিউশন বিভাগের অবস্থা শোচনীয়। গত প্রায় দেড় বছর যাবৎ কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ বন্ধ। কোন শিক্ষক নাই। ফার্মাকোলজী ও নেফরোলজী বিভাগেও শিক্ষক নাই। শিক্ষার্থীরা কোন ক্লাস করিতে পারিতেছে না। অথচ শিক্ষা বর্ষ শেষ হইলেই তাহাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। ফল ভাল করিতে পারে না। ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে একটিমাত্র পদ রহিয়াছে। উহা হইতেছে সহযোগী অধ্যাপকের পদ। ঐ পদের বিপরীতে মানসিক বিভাগের একজন শিক্ষক বেতন তুলিতেছেন। কিন্তু তিনি ঐ বিভাগের ক্লাস নিতেছেন না। ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য। আর কোন পদের অনুমোদন নাই। গাইনী বিভাগে একজন শিক্ষক গোটা বিভাগ সামাল দিতেছেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের পদে থাকিয়া ডাঃ শাহ আলমকে কলেজ ও হাসপাতালের দায়িত্ব পালন করিতে হইতেছে। ঐ বিভাগের সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদশূন্য। হাসপাতালের গাইনী বিভাগে রোগীর সংখ্যা, বেডের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। অস্ত্রোপচারের জন্য সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয় ঐ অধ্যাপককে। এনাটমী বিভাগে ২টি প্রভাষক ও ১টি মেডিকেল অফিসার পদ, ফিজিওলোজী বিভাগে ১টি সহযোগী অধ্যাপক ও ১টি প্রভাষক পদ, বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে ১টি সহকারী অধ্যাপকের পদ, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগে ১টি সহকারী অধ্যাপক ও ১টি মেডিকেল অফিসার পদ, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক ও ১টি প্রভাষক পদ, পেডিয়াট্রিক বিভাগে ১টি সহযোগী অধ্যাপক পদ, পেডিয়াট্রিক সার্জারী বিভাগে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদ জেনারেল সার্জারী বিভাগে ১টি অধ্যাপক পদ, রেডিওলোজী বিভাগে ১টি সহযোগী অধ্যাপক পদ শূন্য রহিয়াছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। গুরুত্বপূর্ণ কার্ডিওলোজী বিভাগে কোন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদ নাই। সহকারী অধ্যাপকের পদ একটি শূন্য। হাসপাতালে এই বিভাগে রোগীর চাপ বেশী। একজন সহকারী অধ্যাপক হিমসিম খাইতেছেন। নেফ্রোলোজী বিভাগে কোন চিকিৎসক না থাকায় হাসপাতালে কিডনী রোগের চিকিৎসা বিঘ্নিত হইতেছে। জোড়াতালি দিয়া চালানো হইতেছে ঐ বিভাগ। শিক্ষক সংকট থাকায় ছাত্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষার্থীরা প্রকৃত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইতেছে। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করিতেছে। দাবী জানাইতেছে। কর্তৃপক্ষ নীরব। কলেজ অধ্যক্ষ বহুবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে পত্র দিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিয়াছেন, কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গে নাই।

সম্প্রতি পাট প্রতিমন্ত্রী এ, কে, ফায়জুল হক বরিশাল গমন করিলে বরিশাল মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা দেখা করিয়া শিক্ষক সংকটের বিষয় তাঁহাকে অবহিত করেন। তাহাদের দাবী ছিল একটিই : আমাদের শিক্ষক দিন, আমরা পড়াশুনা করিতে চাই। পাট প্রতিমন্ত্রী এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহিত কথা বলিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।